৪

শব্দার্থতত্ত্ব

Theories of word-meaning

৪.১ ভূমিকা
Introduction

ভাষা বা শব্দ প্রসঙ্গে যখন 'অর্থ' কথাটি প্রয়োগ করা হয় তখন ঐ 'অর্থ' বলতে সঠিক অর্থে কি বোঝানো হয়—এই বিষয়ে নানা মতবাদ আছে। মুখ্য তিনটি মতবাদ হল : (১) **ধারণামূলক বা ভাবমূলক অর্থতত্ত্ব** (*Ideational theory of meaning*) (২) **আচরণমূলক অর্থতত্ত্ব** (*Behavioural theory of meaning*) এবং (৩) **নির্দেশমূলক অর্থতত্ত্ব** (*Referential theory of meaning*)। এই তিনটি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা গেল :

৪.২ ধারণামূলক বা ভাবমূলক শব্দার্থতত্ত্ব
Ideational theory of meaning

ধারণামূলক বা ভাবমূলক শব্দার্থতত্ত্ব অনুসারে, **কোন শব্দ উচ্চারিত হলে বক্তা বা শ্রোতার মনে যে ভাব, ধারণা বা মনশ্চিত্রের উদয় হয় সেটাই হল ঐ শব্দের অর্থ**। ভাষা বা শব্দ ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হল ভাবের আদান-প্রদান, ভাব-বিনিময়। ভাষার জন্য ভাষা বা শব্দের জন্য শব্দ প্রয়োগ করা হয় না। ভাষা বা শব্দ-প্রয়োগের মাধ্যমে বক্তা কিছু বলতে চায়, শ্রোতার কাছে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে চায়। মনের ভাব বা ধারণা একান্তভাবে ব্যক্তিগত যাকে কেবল অন্তর্দর্শনে জানা যায়। অপরের মনের ভাব বা ধারণার অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়। এজন্যই নিজের মনের ভাবকে অপরকে জানাবার জন্য এবং অপরের মনের ভাবকে জানার জন্য, অর্থাৎ ভাব-বিনিময়কে সম্ভব করার জন্য ভাষা বা শব্দের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। **ভাষা বা শব্দ হল ভাব-প্রকাশের বাহন বা মাধ্যম। কাজেই, ভাষার, ভাষার অন্তর্গত শব্দের অর্থ হল মনস্থ কোন ভাব, ধারণা বা মনশ্চিত্র**। বক্তা যখন "রুটি" শব্দটি উচ্চারণ করে তখন তার মনোমধ্যে রুটির এক ধারণা, মনশ্চিত্র দেখা দেয় এবং ঐ শব্দটি শুনে শ্রোতার মনেও একই মনশ্চিত্রের আর্বিভাব ঘটে। কাজেই, "রুটি" শব্দটির অর্থ হল, 'রুটির ধারণা বা মানসিকচিত্র'।

দার্শনিক জন্ লক্ (*John Locke*) ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা। *Essay Concerning Human Understanding* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে এই মতবাদের সমর্থনে লক বলেছেন যে, "শব্দ হল ভাব বা ধারণার* ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীক, এবং কোন শব্দ যে ভাব বা ধারণাকে সূচিত করে, সেটাই হল ঐ শব্দের সঠিক এবং সাক্ষাৎ অর্থ"।[১] অর্থাৎ লকের মতে, শব্দের 'অর্থ বলতে বোঝায় '**বক্তা বা শ্রোতার মনস্থ ভাব, ধারণা বা মনশ্চিত্র**'। কোন ভাব বা ধারণাকে প্রকাশের জন্য একটি শব্দ বারবার ব্যবহৃত হলে অথবা একটি শব্দের মাধ্যমে কোন ভাব

---

* 'ধারণা' শব্দটিকে লক্ সুনির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করেননি। 'ধারণা' বলতে কখনো তিনি 'প্রত্যয়কে' (concept) আবার কখনো 'মনশ্চিত্র'কে (image) বুঝিয়েছেন। প্রত্যয় এবং মনশ্চিত্র অভিন্ন বিষয় নয়। 'প্রত্যয়' হল সাধারণ বা সামান্য ধারণা আর 'মনশ্চিত্র' হল বিশেষের ধারণা। 'মানুষের' বা 'মনুষ্যত্বের' সামান্য ধারণাটি হল 'প্রত্যয়'। আর ব্যক্তিমানুষ সক্রেটিসের ধারণাটি হল মনশ্চিত্র।

১ "The use... of words is to be sensible marks of ideas; and the ideas they stand for are their proper and immediate signification."— Essay concerning Human Understanding— Sec. I, Chap 2, Book III, — John Locke.

বা ধারণাকে বারবার প্রকাশ করা হলে ঐ দুটি বিষয়—শব্দ ও ধারণা— অনুষঙ্গবদ্ধ হয় এবং তার ফলে ঐ শব্দটি কেবল তার অনুষঙ্গী ধারণাটিকেই সূচিত করে এবং এভাবে শব্দটির অর্থ হয় বিশেষ ঐ ধারণাটি। যেমন, ''রুচি'' শব্দটির অর্থ হয় 'রুচির ধারণা বা মনশ্চিত্র'।

উল্লেখিত *Essay* গ্রন্থে লক্ বলেছেন, 'মানুষের মনে থাকে অজস্র চিন্তা বা ধারণা, যা তাকে ঐশ্বর্যবান করে আনন্দ দেয়। এসব ব্যক্তির গোপন সম্পত্তি, অপরের দৃষ্টিগোচর নয় এবং এসব ধারণা আপনা আপনি প্রকাশও পায় না। কিন্তু সমাজে বসবাস করতে গেলে ভাবের আদান-প্রদানকে সম্ভব করতে হয়। এজন্য, **মানুষ তার গোপন চিন্তাকে সাধারণের কাছে প্রকাশ করার জন্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য মূর্ত শব্দ-সংকেত সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করে এবং ধীরে ধীরে অদৃশ্য ধারণার জগৎকে প্রকাশ করার জন্য দৃষ্ট এক শব্দের জগৎ রচনা করে।** অবশ্য শব্দের সঙ্গে ধারণার এ প্রকার যোগ কোন স্বাভাবিক সম্পর্ক নয়, এ যোগ নেহাৎই মানুষের ইচ্ছা বা খেয়ালখুশী প্রসূত।'

স্পষ্টতই, লকের এই অভিমত অনুসারে, কোন শব্দ আমাদের মনে যে চিন্তা, ভাব, ধারণা, মনশ্চিত্র জাগ্রত করে অথবা সূচিত করে, সেটাই হল ঐ শব্দের অর্থ। **অর্থাৎ লকের মতবাদ অনুসারে শব্দ → ধারণা → অর্থ।**

লকের **জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদে** (*Epistemological dualism*) দুটি ভিন্ন জগতের স্বীকৃতি আছে—মন-অতিরিক্ত বাহ্যজগৎ এবং মনোজগৎ। বাইরের জগতে যেমন আছে নদ, নদী, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদি, তেমনি মনোজগতে আছে ঐ সবের ধারণা। **মনস্থ এসব ধারণারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।** বাইরের 'ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি নিরপেক্ষভাবে মনস্থ ধারণার, নদ, নদী ইত্যাদির ধারণার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। মনস্থ ধারণাকে যদি শব্দের 'অর্থ' বলা হয় তাহলে মানতে হয় যে, বাইরের বস্তুর মতো শব্দের **অর্থও (অর্থাৎ ধারণাও) একরকম বস্তু—মনস্থ বস্তু**, মানসিক ভাব, ধারণা বা মনশ্চিত্র।

আমরা, সাধারণ মানুষেরা, ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বকে ক্ষেত্র-বিশেষে সমর্থন করে থাকি। আমাদের অনেক কথাবার্তার নিহিতার্থকে বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে আমরাও এই মতবাদ মনে মনে পোষণ করি। আমরা অনেক সময় বলি, 'ভাষা (বা শব্দ) হল মনস্থ ভাব বা ধারণার বাহ্যরূপ'; কখনো আবার বলি, 'ভাষা (বা শব্দ) হল ভাব-প্রকাশক শব্দসমষ্টি।' এ জাতীয় কথার মাধ্যমে ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বই সমর্থিত হয়।

সমালোচনা ● (Criticism)

ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বকে কার্যকর হতে গেলে তিনটি শর্ত-পূরণ অত্যাবশ্যক। অধ্যাপক অলষ্টন্ (Alston) এই তিনটি শর্তকে এভাবে উল্লেখ করেছেন।*

বক্তা কোন ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করলে—

(১) বক্তার মনে সেই শব্দের অনুষঙ্গী অর্থাৎ সেই শব্দের সঙ্গে যুক্ত** ধারণাটি অবশ্যই থাকে।

(২) বক্তা ভাষা বা শব্দটিকে প্রয়োগ করে শ্রোতাকে এটাই জানাতে চায় যে, বিশেষ এক ভাব বা ধারণা সেই সময় তার মনে উপস্থিত আছে; এবং সর্বোপরি

(৩) ভাব-বিনিময়কে সম্ভব করার জন্য বক্তা তার ভাষা বা শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে তার মনস্থ ধারণাকে শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করতে চায়।

বাস্তবিক পক্ষে, **এই তিনটি শর্তকে যথাযথভাবে পূরণ করা যায় না, কেননা একথা কখনই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, একই শব্দ উচ্চারিত হলে বক্তা এবং শ্রোতার মনে একই ভাব বা ধারণার উদয় হবে।**

প্রথমত, এমন বলা যায় না যে, যখন বক্তা কোন শব্দ উচ্চারণ করে তখনই বিশেষ এক ভাব, ধারণা, মনশ্চিত্র তার মনে দেখা দেয়, এবং বক্তার উচ্চারিত শব্দটি শুনে শ্রোতার মনেও ঐ একই ভাব, ধারণার উদয় হয়। আমরা সাধারণত মনে করি যে, বস্তুবাচক শব্দমাত্রই প্রাসঙ্গিক বস্তুটির এক ধারণা বা মানসিকচিত্র আমাদের মনে সৃষ্টি করে। যেমন, ''কুকুর'' শব্দটি উচ্চারিত হলে কুকুরের এক মানসিকচিত্র মনোমধ্যে আবির্ভূত হয়। **কিন্তু,** প্রকৃত পক্ষে এসব ক্ষেত্রেও অর্থাৎ বস্তুবাচক শব্দোচ্চারণের ক্ষেত্রেও বলা যাবে না যে, ঐ মানসিকচিত্র বা **ধারণাই হচ্ছে** শব্দটির অর্থ। এমন হতে পারে যে, **একই শব্দ উচ্চারিত হলেও ধারণা বা মনশ্চিত্রটি এক হয় না, বিভিন্ন**

* Philosophy of Language, PP. 23-24 W.P. Alston.

** শব্দের সঙ্গে অর্থের (ধারণার) কোন প্রাকৃত সম্পর্ক (natural relation) থাকে না, মানুষই ঐ যোগ সাধন করে।

ব্যক্তির মনে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন, ''কুকুর'' শব্দটি শুনে কারও মনে 'দেশী কুকুরের', কারও মনে 'বিদেশী কুকুরের', কারও মনে 'ঘুমন্ত কুকুরের', কারও মনে 'ছুটন্ত কুকুরের', কারও মনে আবার 'বাদামী, কাল, সাদা অথবা পাঁচমেশালী রঙের কুকুরের' মনশ্চিত্র দেখা দেয়। **কুকুরের ধারণা বা মনশ্চিত্র বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভিন্ন ভিন্ন হলেও ''কুকুর'' শব্দটির অর্থ তাদের সবার কাছে একই থাকে।** কাজেই, ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বকে অনুসরণ করে বলা যাবে না যে, মনস্থ ধারণাই শব্দের অর্থ, অর্থাৎ ধারণা = অর্থ।

দ্বিতীয়ত, 'এবং', 'আবার', 'যখন', 'যদি', 'তাহলে' জাতীয় অনেক শব্দ আছে যেগুলি কোন সুনির্দিষ্ট ভাব, ধারণা, মনশ্চিত্র সৃষ্টি করতে পারে না। 'রাম এবং রহিম যাবে', 'রাম অথবা রহিম যাবে'— এই দুটি বাক্যে, যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে রাম এবং রহিমের মনশ্চিত্র গঠন করা যায় (১ম আপত্তি দেখ) তবু, একথা কোনভাবেই স্বীকার করা যাবে না যে **এবং অথবা** ইত্যাদির মনশ্চিত্র আমরা গঠন করতে পারি। যদি তর্কের খাতিরে কেউ বলে যে, ''এবং'' শব্দটি শুনে তার **এবং**-এর এক ধারণা হয়, তাহলে প্রশ্ন হবে— ''এবং'' শব্দটি ভিন্ন প্রসঙ্গে শুনলে **এবং**-এর ধারণাটি কি একই থাকে অথবা ভিন্ন ভিন্ন হয়?' 'রাম এবং রহিম যাবে', 'সে বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান', 'আজ বৃষ্টি হয়েছে এবং গরম কমেছে'— এইসব বাক্য শুনে **এবং**-এর ধারণাটি কি একই থাকে অথবা থাকে না?— এজাতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না, কেননা, বাস্তবিকপক্ষে ''এবং'' জাতীয় শব্দ শুনে মনোমধ্যে কোন ধারণা বা মনশ্চিত্রের উদয় হয় না। তবে, **ধারণা বা মনশ্চিত্র না হলেও এসব শব্দের যে অর্থ আছে তা অস্বীকার করা যায় না।** 'রাম যাবে এবং রহিম যাবে', 'রাম যাবে অথবা রহিম যাবে', এই দুটি বাক্যের অন্তর্গত অঙ্গবাক্যদুটি ('রাম যাবে'/ 'রহিম যাবে') অভিন্ন হলেও বাক্যদুটির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। এই অর্থের ভিন্নতার মূলে হল 'এবং' আর 'অথবা' শব্দদুটির অর্থ। তাহলে মানতে হয় যে, ''এবং'' ''অথবা'' প্রভৃতি শব্দ অর্থপূর্ণ হলেও ঐ সব শব্দ শুনে মনের মধ্যে কোন ভাব বা ধারণার উৎপত্তি হয় না। এমন ক্ষেত্রে, ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্ব অনুসরণ করে বলা যাবে না যে, শব্দ যে ধারণা সূচিত করে সেটাই তার অর্থ।

তৃতীয়ত, ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্ব অনুসারে, শব্দ কোন ধারণা বা মনশ্চিত্রকে জাগ্রত করলে তবেই শব্দটি অর্থ লাভ করে। অর্থাৎ এ মতে, ধারণা হল অর্থের সূচক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে **ধারণা অর্থের সূচক নয়, বরং অর্থই ধারণার সূচক। ধারণা অর্থের পূর্ববর্তী নয়, তা হল অর্থের অনুবর্তী। শব্দের অর্থ উপলব্ধ হলে তবেই মনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ধারণার উদয় হয়।** আমাদের অনেক কথাবার্তায় আমরা এই অভিমতকেই সমর্থন জানাই— শব্দ → অর্থ → ধারণা। ''ধারণা'' শব্দটিকে অনেক সময় আমরা 'মনের ভাব বা ধারণা' অর্থে প্রয়োগ না করে 'মানে' বা 'অর্থ অর্থে প্রয়োগ করি। যেমন, আমরা যখন বলি, 'তোমার কথা শুনে বিষয়টি সম্পর্কে আমার ধারণা হয়েছে', 'তার কথা শুনে বিষয়টি সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই হয়নি,' 'আমার লেখাটা পড়লেই বিষয়টি সম্পর্কে তোমার ধারণা স্পষ্ট হবে' ইত্যাদি, তখন ''ধারণা'' শব্দটিকে আমরা 'মনের ভাব' বা 'মনশ্চিত্র' অর্থে ব্যবহার করি না, ব্যবহার করি 'বোধ' বা 'উপলব্ধি' অর্থে। ''বোধ'' বা ''উপলব্ধি'' বলতে বোঝায় 'অর্থ-বোধ', 'অর্থ-উপলব্ধি'। 'তোমার কথা শুনে বিষয়টি সম্পর্কে আমার **ধারণা** হয়েছে' কথাটির মানে হল, 'তোমার কথা শুনে বিষয়টির **অর্থবোধ** আমার হয়েছে।' **এখানে অর্থবোধটাই মুখ্য, ধারণা হল গৌণ—অর্থটা বোধ-নির্ভর।** অর্থবোধ না হলে ধারণা বা মনশ্চিত্র হতে পারে না। ''কুকুর'' শব্দটির অর্থবোধ হলে তবেই সংশ্লিষ্ট ধারণা বা মনশ্চিত্র হতে পারে। 'হিং-টিং-ছট্' শব্দটি শুনে কোন অর্থবোধ হয় না বলে শব্দটি শুনে মনের মধ্যে কোন ধারণা বা মনশ্চিত্রও আবির্ভূত হয় না। কাজেই, ধারণামূলকতত্ত্বকে অনুসরণ করে বলা যাবে না যে, শব্দ → ধারণা → অর্থ; ক্রমটিকে এভাবে বলতে হবে, **শব্দ → অর্থ → ধারণা বা মনশ্চিত্র**। ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বে আগেরটিকে পরে এবং পরেরটিকে আগে স্থাপন করার জন্য ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়লে যে দোষ হয় সেই দোষ ঘটেছে।

চতুর্থত, ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বকে গ্রহণ করলে মানতে হয় যে, অর্থপূর্ণ প্রত্যেক শব্দই তাদের অনুষঙ্গী ধারণাকে সৃষ্টি করে। **কিন্তু এমন বললে দ্রুত-পঠন এবং সেই পাঠ্য বিষয়ের দ্রুত অর্থবোধ সম্ভব হতে পারে না।** 'আমি দুপুর বেলায় স্নানাহারের পর বারান্দার সামনে একটি আরামকেদারার ওপরে পা ছড়িয়ে দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় জাগ্রত স্বপ্নে নিযুক্ত ছিলাম'* **এই একটি মাত্র সরল বাক্যের পাঠ এবং তার অর্থ উপলব্ধি করতে হলে**

* ছিন্নপত্রাবলী ৩০—রবীন্দ্রনাথ

প্রত্যেকটি শব্দের অনুষঙ্গী ধারণাকে একে একে জাগ্রত করতে হবে এবং তার ফলে বাক্যটির পাঠ এবং অর্থবোধ অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপারে পরিণত হবে। কিন্তু বাক্যটির দ্রুত পঠন সম্ভব এবং পাঠমাত্র আমরা তার অর্থ উপলব্ধি করি। **এই প্রকার দ্রুত পঠন এবং তাৎক্ষণিক অর্থবোধ এটাই নির্দেশ করে যে, ধারণার উদ্রেক না হলেও বাক্য বা শব্দ অর্থপূর্ণ হতে পারে**, অর্থাৎ এমন নয় যে, ধারণাই অর্থ।

ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বের বিরুদ্ধে উপরোক্ত সমস্ত অভিযোগগুলির সার কথা হল— শব্দের অর্থকে মনস্থ ধারণা বলা যায় না, কেননা মনস্থ ধারণা এমন এক বিমূর্ত বিষয় যার ইন্দ্রিয়-বেদ্যতা নেই। ব্যক্তিবিশেষই কেবল তার মনস্থ ধারণাকে অন্তর্দর্শনে জানতে পারে, অন্যের পক্ষে জানা যা সম্ভব হয় না। এমন কোন বিষয়, যার ইন্দ্রিয়-বেদ্যতা নেই, যাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রতিষ্ঠা করা যায় না, তাকে শব্দের অর্থরূপে গণ্য করা সঙ্গত হয় না।

তবে, বিরুদ্ধবাদীদের এই অভিযোগটি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। বিজ্ঞানেও এমন অনেককিছু স্বীকার করা হয় যাদের কোন ইন্দ্রিয়-বেদ্যতা নেই, যাদের পরীক্ষা নিরীক্ষায় পাওয়া যায় না। যেমন— ইলেকট্রন, প্রোটন্ ইত্যাদি। এদের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করা না গেলেও পরোক্ষভাবে যাচাই করা যায়। তেমনি, ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বের প্রত্যক্ষ যাচাইকরণ সম্ভব না হলেও যদি তাকে পরোক্ষভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়, তাহলে তাকে যুক্তিহীনরূপে পরিত্যাগ করা যাবে না। মনস্থ ধারণা বা মনশ্চিত্রের স্বরূপ নির্ধারণ সম্ভব না হলেও এটা মানতে হয় যে, ভাষা বা শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমেই ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব। ভাষার মাধ্যমেই বক্তা তার মনস্থ কোন ভাব বা ধারণাকে শ্রোতার কাছে প্রকাশ করতে চায় এবং শ্রোতার মনের ভাব উপলব্ধি করতে চায়। ভাষা বা শব্দই হল মনের ভাব বা চিন্তার প্রকাশের প্রধান উপায়। **ভাষার সঙ্গে ভাবের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণ করা না গেলেও ঐ সম্পর্ককে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।**

৪.৩ আচরণমূলক শব্দার্থতত্ত্ব
Behavioural theory of word-meaning

এই মতবাদের ভিত্তি হল প্রখ্যাত আচরণবাদী মনোবিদ্ ওয়াট্সনের (*Watson*) মন এবং মানসিক বিষয়সংক্রান্ত অভিমত। ওয়াট্সন্ মনের এবং মানসিক বিষয়ের পরিবর্তে ব্যক্তির আচরণকেই মনোবিদ্যার আলোচ্যবিষয় বলেন এবং অন্তর্দর্শনের পরিবর্তে বাহ্যদর্শনকেই মনোবিদ্যার একমাত্র পদ্ধতি বলেন। মন, মনের ভাব বা চিন্তা ইত্যাদি মানসিক বিষয় নেহাৎই পাত্রগত (*Subjective*), অপরের কাছে প্রত্যক্ষগোচর নয়। যাকে সকলে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, যার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব হয় না, এমন কোন বিষয় বিজ্ঞানের আলোচ্যবিষয় হতে পারে না। মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে হলে তাই বলতে হবে যে, **মনোবিদ্যা মনের বিজ্ঞান নয়, তা হল প্রত্যক্ষগোচর আচরণের বিজ্ঞান। "আচরণ" বলতে বোঝায় 'উদ্দীপকে উদ্দীপনা'** (*Response to a stimulus*)। 'সাপ দেখে লাফিয়ে ওঠা' এই আচরণের ক্ষেত্রে 'সাপ' হল উদ্দীপক আর 'লাফিয়ে ওঠা' উদ্দীপনা বা প্রতিক্রিয়া। 'শত্রু দেখে মারামারি করা' এই আচরণের ক্ষেত্রে 'শত্রু' হল উদ্দীপক আর 'মারামারি করা' উদ্দীপনা বা প্রতিক্রিয়া।

অবশ্য আচরণবাদী ওয়াট্স বলেন যে, 'আচরণ' বলতে কেবল দেহের বাহ্য-ক্রিয়া বা পরিবর্তনকে বোঝায় না, **মানুষের মনের ভাব, চিন্তা, কল্পনা ইত্যাদিও 'আচরণের' অন্তর্ভুক্ত। ভাব, চিন্তা ইত্যাদিকে ওয়াট্সন্ 'দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া' রূপে— হৃৎপিন্ডের, ফুসফুসের এবং বিশেষ করে বাক্‌যন্ত্রের** (*speech organ*) **ক্রিয়ারূপে গণ্য করেছেন**। হাঁটা, ছোটা ইত্যাদি বাহ্যিক আচরণের মতো ভাব বা চিন্তাও আচরণ—**বাচিক আচরণ। চলার মতো বলাও আচরণ**। 'কথা বলা' যেমন এক দৈহিক আচরণ, যার পশ্চাতে থাকে বাক্‌যন্ত্রের নানাভাবে বায়ু-নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ দেহ-যন্ত্রের উদ্দীপন, **ভাব বা চিন্তাও তেমনি এক প্রকার বাক—অনুচ্চারিত বাক্** (*Sub-vocal Speech*)। উচ্চারিত অথবা অনুচ্চারিত বাক্, অর্থাৎ **শব্দকে আশ্রয়** করেই আমাদের ভাব বা চিন্তা অগ্রসর হয়। উচ্চারিত শব্দে যে সব দেহ-যন্ত্র ক্রিয়া করে, অনুচ্চারিত শব্দেও অর্থাৎ ভাব বা চিন্তাতেও সেই একই রকমের দেহ-যন্ত্র ক্রিয়া করে।

কাজেই, ওয়াট্সনের মতে, **অন্যান্য আচরণের মতো মানুষের বাকও্ আচরণ—বিশেষ উদ্দীপকে বিশেষ রকমের প্রতিক্রিয়া, এবং কোন বাক্য বা শব্দ শুনে ব্যক্তি যা করে, সেটাই হল সেই বাক্য বা শব্দের অর্থ।**

এখানে বাক্য বা শব্দটি হল 'উদ্দীপক' আর সেই বাক্য শুনে ব্যক্তি যা করে তা হল 'উদ্দীপনা' বা প্রতিক্রিয়া। **একটি শব্দ শুনে ব্যক্তির যে প্রতিক্রিয়া সেটাই ঐ শব্দের অর্থ। এভাবে, 'উদ্দীপকে উদ্দীপনা' অর্থাৎ 'আচরণের' মাধ্যমে ওয়াট্সন্ বাক্য বা শব্দের অর্থকে ব্যাখ্যা করেন।**

বিজ্ঞানমনস্ক আচরণবাদীদের মতে, ভাষা বা শব্দের অর্থ মনস্থ কোন ধারণা হতে পারে না, কেননা তা সাধারণের কাছে প্রত্যক্ষগোচর নয়। তাছাড়া, শব্দের অর্থ যদি 'ধারণা' হয় তাহলে সেই ধারণার অর্থ হবে 'অন্য এক ধারণা' এবং এভাবে 'অর্থের' ব্যাখ্যায় ক্রমাগত অন্য অন্য ধারণার অবতারণা করতে হবে, যার ফলে মূল শব্দটি কখনই অর্থবহ হবে না। আচরণবাদীরা এজন্য ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বকে অগ্রাহ্য করে বলেন যে, **বিশেষ এক পরিস্থিতিতে একটি শব্দ শুনে ব্যক্তি যা করে, সেটাই ঐ শব্দের অর্থ**। "ভূমিকম্প", "ভূমিকম্প" শব্দ শুনে যদি কেউ ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় তাহলে তার ঐ আচরণটাই হবে, ঐ সময় তার কাছে "ভূমিকম্প" শব্দটির অর্থ। তেমনি, "আমাকে একটা কলম দাও" এই কথা শুনে যদি কেউ একটা কলম আমাকে এনে দেয় তাহলে সেই ক্রিয়াটাই হবে ঐ ব্যক্তির কাছে বাক্যটির অর্থ। সহজ কথায়, ওয়াট্সন এবং তাঁর অনুগামী আচরণবাদীদের মতে, কোন শব্দ শুনে (উদ্দীপক) ব্যক্তির যে প্রতিক্রিয়া হয় (উদ্দীপনা), তাই হল শব্দের অর্থ। এটাই হল আচরণমূলক শব্দার্থতত্ত্বের **সহজসরল রূপ** (*Simple form of behavioural theory of meaning*)।

ওয়াট্সনের এই আচরণবাদী মতবাদের দ্বারা অনেক দার্শনিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। যেমন, প্রখ্যাত ভাষাবিদ **ব্লুমফিল্ড** (*Leonard Bloomfield*) বলেন, 'কোন শব্দ, বাক্য বা ভাষার অর্থ হল, বিশেষ পরিস্থিতিতে বক্তার উচ্চারিত শব্দ শুনে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া।[১] অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে বক্তা কোন শব্দ (বা বাক্য) উচ্চারণ করলে সেই পরিস্থিতিতে শব্দটি শুনে শ্রোতা যে ক্রিয়া করে, সেটাই হল উচ্চারিত শব্দটির অর্থ। ভাষা বা শব্দের অর্থ মনস্থ কোন বিমূর্ত ধারণা নয়, আধিবিদ্যক কোন বিষয় নয়, অপ্রত্যক্ষগোচর কোন অপ্রাকৃত বস্তু নয়,— তা হল 'বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ কোন শব্দ শুনে ব্যক্তির আচরণ'।

আচরণমূলক শব্দার্থতত্ত্বটি ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বের বিরোধী হলেও উভয় মতবাদের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল আছে। উভয় মতবাদেই একথা বলা হয় যে, ভাষা বা শব্দ ব্যবহৃত না হলে সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে আদান-প্রদান সম্ভব হতে পারে না। পার্থক্য হল ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বে বলা হয় 'মনস্থ ভাব বা ধারণার আদান-প্রদান' আর আচরণমূলক শব্দার্থতত্ত্বে বলা হয় 'আচরণের মাধ্যমে অর্থের আদান-প্রদান'।

সহজ-সরল আচরণমূলক শব্দার্থতত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of the simple form)

এই মতবাদে দুটি কথার (শর্তের) উল্লেখ আছে ঃ (১) বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে বক্তা একটি শব্দ উচ্চারণ করে, এবং (২) বিশেষ পরিস্থিতিতে শ্রোতা বিশেষ এক রকম ক্রিয়া করে। আচরণমূলক শব্দার্থতত্ত্বকে কার্যকর হতে গেলে আরও দুটি শর্ত পূরণের প্রয়োজন হয়। **প্রথমত, (ক) বক্তা যে যে পরিস্থিতিতে একটি শব্দ উচ্চারণ করে তাদের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকতে হয় এবং দ্বিতীয়ত, (খ) শ্রোতা যে যে পরিস্থিতিতে শব্দতে প্রতিক্রিয়া করে তাদের মধ্যেও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়।** কিন্তু বাস্তবে এই দুটি শর্তকে (ক এবং খ শর্তকে) পূরণ সরা সম্ভব হয় না। যেমন, যেসব অবস্থায় বক্তা একটি শব্দ, যথা " শার্ট" শব্দ, উচ্চারণ করে তাদের মধ্যে, এবং যেসব অবস্থায় শ্রোতা প্রতিক্রিয়া করে তাদের মধ্যে, কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে "শার্ট" শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

১. আমার শার্টটা এনে দাও।
২. এই শার্টটা ছেঁড়া।
৩. আমার একটা নতুন শার্ট প্রয়োজন।
৪. এই শার্টটা কি সুন্দর।

এইসব দৃষ্টান্তে পরিস্থিতিগত কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই। বক্তা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে "শার্ট" শব্দটি উচ্চারণ করে এবং শ্রোতাও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শব্দটি শুনতে পায় এবং সেইমতো প্রতিক্রিয়া করে। তাহলে আচরণমূলক

১. '..... meaning of a linguistic form.... is ..... the situation in which the speaker utters it and the response which it calls forth in the hearer', Bloomfield : Language. P. 134

শব্দার্থতত্ত্ব অনুসরণ করে এখানে এটাই বলতে হয় যে, "শাট" শব্দটির অর্থ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিষ্ঠিত অভিমতের বিরোধী। বাস্তবিকপক্ষে, "শাট" শব্দটির অর্থ পরিস্থিতিভেদে ভিন্ন হয় না, একই থাকে। মতবাদটির সীমাবদ্ধতা আরও বেশী প্রকট হবে যদি শব্দের পরিবর্তে বাক্যের উল্লেখ করা হয় যেমন—

'অনুগ্রহ করে আমাকে আর এক কাপ কফি দেবেন'?

এই বাক্য যে যে পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে এক সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। পরিস্থিতিগত ঐ সাধারণ বৈশিষ্ট্যটিকে এভাবে বলা যেতে পারে—

বক্তা এইমাত্র এক কাপ কফি পান করেছেন

এবং

শ্রোতার পক্ষে আর এক কাপ কফি আনা সম্ভব।

তবে, পরিস্থিতিকে এভাবে বিশ্লেষণ করলেও আচরণমূলক শব্দার্থতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, কেননা ঐ একই রকম পরিস্থিতিতে (এইমাত্র কফিপানের পর) বক্তা ভিন্ন রকম বাক্য উচ্চারণ করে বলতে পারে, 'অনুগ্রহ করে আমাকে আর কফি দেবেন না'। তেমনি, মূল বাক্যটি শুনে শ্রোতার প্রতিক্রিয়াটিও ভিন্ন হতে পারে—সে এক কাপ কফি আনতে পারে, না আনতেও পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে একই শব্দ বা বাক্য শুনে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না। বিশেষ রকম পরিস্থিতিতে বক্তা যেমন একই শব্দ ব্যবহার করে না, শ্রোতাও তেমনি একই রকম প্রতিক্রিয়া করে না। যেমন, "সাপ" শব্দটি শুনে শ্রোতা

কখনো লাফিয়ে ওঠে

কখনো লাঠি খুঁজতে যায়।

তেমনি একই বাক্য শুনেও শ্রোতার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। বাবা যখন তাঁর ছেলেকে বলেন—

"এখন পড়তে বসো"

তখন ছেলের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন রকম হতে পারে—

সরাসরি অমান্য করতে পারে

যুক্তি চাইতে পারে (কেন পড়বে, তার যুক্তি)

আদেশটির জন্য বাবাকে সমালোচনা করতে পারে

করুণভিক্ষা করতে পারে

পড়ার ঘর থেকে বেড়িয়ে যেতে পারে

সম্মত হতে পারে (অর্থাৎ পড়তে পারে)।

তেমনি আবার, এমন অনেক অর্থপূর্ণ বাক্য বা শব্দ আছে, যেগুলি শুনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। 'সব শব্দেরই কোন না কোন অর্থ আছে' এই বিমূর্ত বাক্যটি শুনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। "যখন", "যদি", "তাহলে", "এবং", "অথবা" হল এই জাতীয় শব্দ যা কোন প্রতিক্রিয়ার কারণ হয় না। আরও দেখা যায় যে, ভিন্ন অর্থবহ শব্দও অনেক সময় একই রকম প্রতিক্রিয়ার কারণ হয়। যেমনই "দাঙ্গা", "আগুন", "পাগলা হাতি" ইত্যাদি শব্দ বা শব্দ-সমন্বিত বাক্য একই রকম প্রতিক্রিয়ার কারণ হতে পারে 'স্থানত্যাগ করা'— যদিও ঐ সব শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন।

এইসব দৃষ্টান্ত আচরণমূলক শব্দার্থতত্ত্বের সরল রূপটির অসারত্ব নির্দেশ করে। 'উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়া'র মাধ্যমে শব্দের অর্থ দিলে শব্দটি নানার্থক হয়ে পড়ে এবং সেই সব অর্থের কোনটি যে মূল বা সঠিক অর্থ তা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না।

আচরণমূলক শব্দার্থতত্ত্বের জটিলরূপ (*Sophisticated form*)

আচরণমূলক শব্দার্থতত্ত্বের অপর একটি প্রকার আছে— **অপেক্ষাকৃত জটিল প্রকার** (*more sophisticated form*) আছে। অনেক মনোবিদ এবং মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিক এই জটিল মতবাদটির সমর্থক। দার্শনিক চার্লস মরিস (*Charles Morris*) এবং মনোবিদ চার্লস্ ওস্‌গুড্ (*Charles Osgood*) এই অপেক্ষাকৃত জটিল মতবাদটির পৃষ্ঠপোষক। এঁদের মতে, শব্দের অর্থকে সব ক্ষেত্রে 'উদ্দীপকে উদ্দীপনা' অথবা 'বিশেষ পরিস্থিতিতে শব্দোচ্চারণ এবং তার প্রতিক্রিয়া'র দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না, কেননা ***প্রথমত,*** এমন অনেক অর্থপূর্ণ শব্দ আছে যা কোন

প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে না। যেমন— "এবং" "অথবা", "যদি" প্রভৃতি শব্দ কোন প্রতিক্রিয়া ঘটায় না এবং ***দ্বিতীয়ত,*** যেসব ক্ষেত্রে শব্দ প্রতিক্রিয়া ঘটায়, সেসব ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না। যেমন— "সাপ" শব্দটি শুনে সবার প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না। **শব্দের অর্থ প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া (*actual response*) নয়, তা হল প্রতিক্রিয়া প্রবণতা (*disposition to respond*)।**

তাহলে, সরল মতে, অর্থ = প্রতিক্রিয়া

আর জটিল মতে, অর্থ = প্রতিক্রিয়া-প্রবণতা।

'*S* ব্যক্তির *R* প্রতিক্রিয়া-প্রবণতা আছে,' এ কথার অর্থ হল 'বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দিলে, *C* পরিস্থিতি দেখা দিলে, *S* ব্যক্তি *R* প্রতিক্রিয়া করবে'। স্পষ্টতই, এখানে অর্থ-প্রকাশক বাক্যটি শর্তহীন নিরপেক্ষ বচন (*categorical propostion*) নয়, বাক্যটি 'যদি *C*, তাহলে *R*' আকারে একটি শর্তযুক্ত প্রাকল্পিক বচন (*hypothetical proposition*)। এখানে জটিল মতের সমর্থকরা যা বলতে চান তা হল, 'এখন পড়াশোনা কর' বাক্যটি যদিও সবক্ষেত্রে একরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না, তথাপি ঐ আদেশসূচক বাক্যটি শ্রোতার মধ্যে 'পড়তে বসার একপ্রবণতা' জাগ্রত করতে পারে, যদি অবশ্য *C* শর্তটি (বক্তাকে মান্য করার ইচ্ছাটি) শ্রোতার থাকে। স্পষ্টতই এখানে প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া না ঘটলেও, **কেবল প্রতিক্রিয়া-প্রবণতার মাধ্যমে শব্দ বা বাক্যের অর্থকে ব্যাখ্যা করা যায়। এই মতে, কোন শব্দ বা বাক্যকে অর্থপূর্ণ হতে গেলে প্রকাশ্য কোন প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না, শব্দটি বা বাক্যটি যদি কোন প্রতিক্রিয়া-প্রবণতা বা কর্মপ্রবণতা উৎপন্ন করতে পারে তাহলেই তাকে অর্থপূর্ণ বলা যাবে।**

সমালোচনা ● Critisism

আপাতদৃষ্টিতে জটিল মতবাদটিকে সরল মতবাদ অপেক্ষা উন্নত মনে হলেও আসলে তা নয়। সরল মতবাদটির মত এই মতবাদটিও নানা দোষে দুষ্ট। যেমন—

প্রথমত, 'প্রবণতা' বলতে দেহের যান্ত্রিক ঝোঁককে বোঝায় না, বোঝায়, দেহ-মনের ঝোঁককে। 'প্রবণতার' মানসিক দিকটিকে অস্বীকার করা না গেলে, ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি এখানেও উত্থাপিত হবে। ধারণাকে নিয়ে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব নয়, মানসিক প্রবণতাকে নিয়েও তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব নয়। ধারণার মতো প্রবণতাও একান্তভাবে পাত্রগত (*subjective*)।

দ্বিতীয়ত, শব্দের অর্থ প্রবণতার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং প্রতিক্রিয়া প্রবণতাই অর্থের ওপর নির্ভরশীল। 'তোমার বন্ধু অসুস্থ' কথাটা শুনে বন্ধুকে দেখতে যাবার এক কর্ম-প্রবণতা দেখা দিতে পারে যদি "অসুস্থ" শব্দটির অর্থ জানা থাকে। যে "অসুস্থ" শব্দটির অর্থ জানে না, তার মধ্যে ঐ প্রবণতা দেখা দিতে পারে না। স্পষ্টতই, অর্থ বিষয়টি প্রতিক্রিয়া-প্রবণতার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং প্রতিক্রিয়া-প্রবণতা অর্থের ওপর নির্ভরশীল। আগে অর্থবোধ, পরে প্রবণতা। এই মতবাদে অর্থবোধ এবং প্রবণতার ক্রমটিকে বিপরীতভাবে দেখানোর ফলে 'ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দিলে' যে দোষ হয়, সেই দোষ ঘটেছে।

তৃতীয়ত, শব্দের অর্থ জানা থাকলেও, শব্দটি শুনে প্রতিক্রিয়া প্রবণতার উৎপত্তি হয় না, **আরও কিছুর প্রয়োজন** হয়। 'তোমার বন্ধু অসুস্থ'— কথাটি শুনে বন্ধুকে দেখতে যাওয়ার মতো এক কর্ম-প্রবণতার উদ্ভব হতে পারে কেবল তখনই যদি— (ক) **বন্ধুর অসুস্থতা সম্পর্কে শ্রোতা অবহিত না থাকে এবং (খ) বক্তার কথাকে শ্রোতা বিশ্বাস করে।**

চতুর্থত, উপরোক্ত শর্তদুটি পূরণ হলেও, 'তোমার বন্ধু অসুস্থ' কথাটি শুনে বন্ধুকে দেখতে যাওয়ার মতো কর্ম-প্রবণতার আবির্ভাব নাও ঘটতে পারে। যেমন, যদি ঐ সময় শ্রোতা কারারুদ্ধ থাকে, শ্রোতা নিজেই যদি রোগে শয্যাশায়ী থাকে তাহলে, বন্ধুর অসুস্থতার সংবাদটি নতুন হলেও এবং বক্তার কথা যে সত্য এমন বিশ্বাস থাকলেও (অর্থাৎ উপরোক্ত ক ও খ শর্ত পূরণ হলেও), শ্রোতার মধ্যে কোন কর্ম-প্রবণতা দেখা দেবে না। প্রকৃতপক্ষে, শব্দ বা বাক্য প্রয়োগের দ্বারা শ্রোতার মধ্যে কর্ম-প্রবণতার উদ্রেক করতে হলে অসংখ্য শর্তপূরণের প্রয়োজন হয়।

এইসব ত্রুটির জন্য মতবাদটিকে গ্রহণযোগ্য বলা যায় না।

তবে, আচরণমূলক শব্দার্থতত্ত্ব গ্রহণযোগ্য না হলেও মতবাদটি মূল্যহীন নয়। ভাষার সঙ্গে চিন্তার যে নিবিড় সম্পর্ক আছে, ভাষার মাধ্যমেই যে আমরা চিন্তা করি, জগৎ সম্পর্কে বিবরণ প্রকাশ করি, চিন্তার আলোচনায় যে

মানুষের আচরণের, বিশেষ করে বাচিক আচরণের বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক— আচরণবাদীদের এসব কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না। এই মতবাদের প্রধান দোষ হল, অতিসরলীকরণের দোষ। শব্দের অর্থের মতো এক জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'উদ্দীপকে উদ্দীপনার' মতো এক যান্ত্রিক পদ্ধতির উল্লেখ করলে সেই অতিসরলীকরণদোষে দুষ্ট হয়।

৪.৪ নির্দেশক বা নির্দেশমূলক শব্দার্থতত্ত্ব
Referential Theory of Word-meaning

নির্দেশক বা নির্দেশমূলক শব্দার্থতত্ত্ব অনুসারে, **কোন শব্দ যে বস্তু বা বিষয়কে নির্দেশ করে, সেটাই শব্দের অর্থ;** অথবা বলা যায়, **শব্দের সঙ্গে শব্দ-নির্দেশিত বিষয়টির যে সম্বন্ধ, সেটাই ঐ শব্দের অর্থ।** নির্দেশমূলকতত্ত্বের দুটি প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে— **সরলরূপ** এবং অপেক্ষাকৃত **পরিমার্জিতরূপ।** উভয় ক্ষেত্রেই বলা হয় যে, শব্দের অর্থ হল শব্দ অতিরিক্ত কোন বিষয় বা বস্তু। পার্থক্য হল— **সরল মতে, শব্দের অর্থ হল শব্দ নির্দেশিত বিষয়, আর পরিমার্জিত মতানুসারে, শব্দের অর্থ হল একরকম সম্বন্ধ—শব্দের সঙ্গে শব্দ-নির্দেশিত বিষয়ের সম্বন্ধ।**

সরল বা লৌকিক (*Naive Version*) **নির্দেশকতত্ত্ব অনুসারে, একটি শব্দ → নির্দেশিত একটি বিষয় = অর্থ; কোন শব্দ বা নামের অর্থ আর তার দ্বারা বোধিত বিষয় এক ও অভিন্ন;** শব্দ বা নাম যে নামীকে নির্দেশ করে, সেটাই ঐ শব্দ বা নামের অর্থ। দার্শনিক বার্টাণ্ড রাসেল (*B. Russell*) তাঁর দার্শনিক জীবনের প্রথম দিকে এই মত সমর্থন করে বলেন যে, 'শব্দমাত্রই কোন অর্থকে সূচিত করে এজন্য যে, শব্দ এমন এক প্রতীক যা প্রতীক-অতিরিক্ত কোন বস্তুকে নির্দেশ করে।'[১] (উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তীকালে রাসেল এই মতকে পরিত্যাগ করেন)।

স্বকীয় নামের (*Proper names*) উল্লেখ করে নির্দেশক তত্ত্বকে সহজেই বোঝানো যায়। ধরা যাক, আমার পোষা কুকুরটির নাম 'বাঘা', বাড়ীর নাম 'প্রান্তিক', ভাই-এর নাম 'শান্তনু'। এখানে 'বাঘা' বলতে আমার পোষা কুকুরটিকে বোঝায় এবং সেটাই 'বাঘা' শব্দের অর্থ, 'প্রান্তিক' বলতে আমার বাড়িটিকে বোঝায় এবং সেটাই 'প্রান্তিক' শব্দের অর্থ; 'শান্তনু' বলতে আমার ভাইকে বোঝায় এবং সেটাই ঐ শব্দের অর্থ। এখানে প্রতিক্ষেত্রে, শব্দ যে শব্দ-অতিরিক্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে, সেটাই শব্দের অর্থ; **প্রতিক্ষেত্রে একটি শব্দ → নির্দেশিত একটি বিষয় = অর্থ**; অর্থাৎ প্রতিক্ষেত্রে, শব্দের অর্থ এবং তার দ্বারা সূচিত বিষয় এক ও অভিন্ন। সার কথা হল, ঐ মতবাদ অনুসারে, কোন শব্দ যে পদার্থকে নির্দেশ করে, সেটাই ঐ শব্দের অর্থ। অবশ্য 'পদার্থ' বলতে কেবল কুকুর, বাড়ী ইত্যাদির মতো দ্রব্যবাচক পদার্থকেই বোঝানো হয় না, তা 'সততার' মতো গুণবাচক পদার্থও হতে পারে, 'দৌড়ানো'র মতো ক্রিয়াও হতে পারে, আবার 'ভালবাসার' মতো 'সম্বন্ধবাচক' পদার্থও হতে পারে। কোন **শব্দের অর্থ কি, তা নির্ধারণ করতে হলে আমাদের শুধু এটাই জানতে হয় যে, শব্দটি কোন্ পদার্থ বা বিষয়কে নির্দেশ করে।** যেমন— 'বিড়াল' শব্দটির অর্থ নির্ধারণের জন্য আমাদের জানতে হয় যে, শব্দটি এক বিশেষ জাতের প্রাণীকে নির্দেশ করে; 'দৌড়ানো' শব্দটির অর্থ নির্ধারণের জন্য আমাদের জানতে হয় যে, শব্দটি এক বিশেষ ধরণের দৈহিক ক্রিয়াকে নির্দেশ করে; 'ভালবাসা' শব্দটির অর্থ নির্ধারণের জন্য আমাদের জানতে হয় যে, শব্দটি এক ধরণের মানসিক সম্বন্ধকে নির্দেশ করে।

সমালোচনা ● (Criticism)

নির্দেশকতত্ত্বের এই প্রকারটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, কেননা—

(১) এই তত্ত্ব মানলে এটাও মানতে হয় যে, শব্দের অর্থ এবং শব্দ-নির্দেশিত বিষয় অভিন্ন, **অর্থাৎ শব্দের অর্থ = শব্দ নির্দেশিত বিষয় বা পদার্থ।** কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, **শব্দের অর্থ এবং শব্দ-বোধিত বিষয় সব ক্ষেত্রে অভিন্ন হয় না।** দার্শনিক ফ্রেগে (*Frege*) এবং রাসেল প্রদত্ত একটি করে দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো গেল।

১ 'Words all have meaning, in the sense that they are all symbols that stand for something other than themselves.' B. Russell, Principles of Mathematics. P. 47.

'সন্ধ্যাতারা' ('*evening star*') এবং 'শুকতারা' (প্রভাততারা), এই দুটি শব্দের উল্লেখ করে ফ্রেগে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। শব্দ দুটির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। 'সন্ধ্যাতারা'-র অর্থ 'সাঁঝ আকাশের উজ্জ্বল তারা', আর 'শুকতারা'র অর্থ 'ভোর আকাশের উজ্জ্বল তারা'। কিন্তু শব্দ দুটির অর্থ ভিন্ন হলেও তারা একই পদার্থকে—শুক্রগ্রহকে (*Venus*), নির্দেশ করে। কাজেই এখানে নির্দেশকতত্ত্ব অনুসরণ করে বলা যাবে না যে, শব্দের অর্থ = শব্দ-নির্দেশিত বিষয়; কেননা এমন বলতে গেলে এটাও বলতে হবে যে, 'সন্ধ্যাতারা' শব্দটির যা অর্থ 'শুকতারা' শব্দটিরও সেই একই অর্থ। শব্দ দুটির অর্থ এক ও অভিন্ন হলে তাদের একটির অর্থ জানলে অন্যটির অর্থও জানা যাবে, অর্থাৎ সন্ধ্যাতারাই যে শুকতারা অথবা শুকতারাই যে সন্ধ্যাতারা—এমন জ্ঞান হবে। বাস্তবিকপক্ষে, শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে আমাদের এমন বোধ জন্মায়নি। সন্ধ্যাতারাই যে শুকতারা (প্রভাততারা) এটা জানবার জন্য জ্যোতির্বিদের দীর্ঘ দিন ধরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছে।

এবার রাসেল প্রদত্ত সুবিখ্যাত বাক্যটির উল্লেখ করে বিষয়টি বোঝানো গেল— 'স্যার ওয়াল্টার স্কট্ হন ওয়েভারলির (উপন্যাস) রচয়িতা'। বাক্যটির অন্তর্গত দুটি শব্দগুচ্ছ আছে— 'স্যার ওয়াল্টার স্কট্' এবং 'ওয়েভারলির রচয়িতা'। **এই দুটি শব্দগুচ্ছের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হলেও তারা উভয়ে একই অভিন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।** শব্দদুটির অর্থ অভিন্ন হলে তাদের একটির অর্থ জানা থাকলে অন্যটির অর্থও জানা থাকবে এবং সেক্ষেত্রে ঐদুটি শব্দগুচ্ছ নিয়ে যে বাক্য তা অনিবার্যরূপে সত্য হবে। যেমন, 'আমার একমাত্র মাসি' এবং 'আমার মায়ের একমাত্র ভগিনী', এই দুটি শব্দগুচ্ছের অর্থ অভিন্ন হওয়ায়, 'আমার একমাত্র মাসি হল আমার মায়ের একমাত্র ভগিনী' কথাটি অনিবার্যরূপে সত্য। একইভাবে, 'স্যার ওয়ালটার স্কট্' এবং 'ওয়েভারলির রচয়িতা' শব্দগুচ্ছ দুটির অর্থ অভিন্ন হলে 'স্যার ওয়ালটার স্কট হন ওয়েভারলির রচয়িতা' বাক্যটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যবাক্যরূপে প্রতীত হবে। কিন্তু বাস্তবত এমন হয়নি। ওয়েভারলি ঔপন্যাসটি রচনাকালে, লেখকরূপে স্কটের যথেষ্ট পরিচিতি থাকলেও, উপন্যাসটি স্কট্ ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। এর ফলে, বইটি পাঠ করে তৎকালীন পাঠকগণ জানতে পারেননি যে বইটির লেখক কে— স্কট্ অথবা অন্য কেউ? অর্থাৎ 'স্যার ওয়ালটার স্কট্ হন ওয়েভারলির রচয়িতা' বাক্যটি তৎকালীন পাঠকের কাছে স্বতঃসত্যরূপে প্রতীত হয়নি। কাজেই বলতে হয় যে, শব্দের অর্থ এবং শব্দ নির্দেশিত বিষয় সর্বদা অভিন্ন হয় না। **দুটি ভিন্ন অর্থবহ শব্দ যখন একই বস্তু বা বিষয়কে নির্দেশ করে তখন নির্দেশকতত্ত্ব অনুসরণ করে এমন বলা যাবে না যে, শব্দের অর্থ = শব্দ-নির্দেশত বিষয়।** 'ওয়েভারলির রচয়িতা' বাক্যাংশটি স্কটকে নির্দেশ করলেও, যে জানে না যে স্কটই ওয়েভারলির রচয়িতা, তার কাছে 'ওয়েভারলির রচয়িতা' কথাটি অর্থপূর্ণ হলেও সঠিকভাবে ব্যক্তি-নির্দেশক হবে না।

(২) ক্ষেত্রবিশেষে বিপরীতও ঘটতে পারে, অর্থাৎ এমন হতে পারে যে, **শব্দ-নির্দেশিত বিষয় ভিন্ন ভিন্ন যদিও তাদের অর্থ অভিন্ন।** ব্যক্তি-বাচক সর্বনাম (*Personal pronouns*) 'আমি', 'তুমি', 'সে' 'এটা', 'ওটা'— এজাতীয় শব্দ। **'আমি' শব্দটির উল্লেখ করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল। 'আমি' শব্দটির অর্থ হল 'বক্তা নিজে' অর্থাৎ 'ঐ শব্দটি যে উচ্চারণ করে সে'; কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে 'আমি' শব্দটির নির্দেশক ভিন্ন ভিন্ন হয়।** রাম যখন বলে 'আমি' তখন শব্দটি রামকে নির্দেশ করে; শ্যাম যখন বলে 'আমি' তখন শব্দটি শ্যামকে নির্দেশ করে। কিন্তু এভাবে বক্তাভেদে 'আমি' শব্দটির নির্দেশক ভিন্ন ভিন্ন হলেও শব্দটির অর্থ সবক্ষেত্রে এক এবং অভিন্ন থাকে— 'বক্তা নিজে'। অপরাপর ব্যক্তিবাচক সর্বনামপদ সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। তাহলে, এসব ক্ষেত্রেও নির্দেশকতত্ত্ব মেনে নিয়ে বলা যাবে না— শব্দের অর্থ = শব্দ-নির্দেশিত বিষয়বস্তু।

(৩) এমন অনেক শব্দের উল্লেখ করা যায় **যাদের অর্থ থাকলেও কোন কিছু নির্দেশিত হয় না।** যেমন, **বিস্ময়সূচকশব্দ** (*interjection*)। 'ওঃ', 'আঃ', 'বাহবা', 'হায় হায়' প্রভৃতি বিস্ময়সূচক শব্দগুলির প্রত্যেকটির অর্থ আছে যদিও তারা কোন কিছুই নির্দেশ করে না। এইসব শব্দের দ্বারা আমরা নিজের মনোভাব, অনুভূতি, আবেগ ইত্যাদি প্রকাশ করি অথবা অনুরূপ মনোভব, অনুভূতি, আবেগ ইত্যাদি অপরের মনে জাগ্রত করতে চাই। 'মনোভাব প্রকাশ করাকে' অথবা 'মনোভাব জাগ্রত করাকে' শব্দ-নির্দেশিত পদার্থরূপে গণ্য করা যাবে না।

'এবং', 'অথবা', 'কিন্তু', 'যেহেতু' ইত্যাদি সংযোজক শব্দের (*conjunctives*) ক্ষেত্রেও বলা চলে যে, ঐ সব শব্দের অর্থ থাকলেও তারা কোন কিছু নির্দেশ করে না। 'রাম যাবে এবং শ্যাম যাবে', 'রাম যাবে অথবা শ্যাম যাবে', এই দুটি বাক্যের অন্তর্গত অঙ্গবাক্যদুটি ('রাম যাবে'/ 'শ্যাম যাবে') অভিন্ন হলেও বাক্যদুটির অর্থ ভিন্ন; অর্থের এই ভিন্নতার মূলে হল প্রথম বাক্যের 'এবং' আর দ্বিতীয় বাক্যের 'অথবা' শব্দ। স্পষ্টতই, 'এবং' 'অথবা' দুটি শব্দই অর্থপূর্ণ, যদিও 'এবং' শব্দের নির্দেশিত এবং বলে 'অথবা' শব্দের নির্দেশিত অথবা বলে বাস্তবে কিছু নেই। **বাক্যরীতি অনুসারেই এইসব শব্দ ব্যবহার করা হয়, দ্রব্য অথবা গুণ অথবা ক্রিয়ার নির্দেশকরূপে নয়।**

(৪) নির্দেশকতত্ত্বের সমর্থকগণ এখানে বলতে পারেন যে, উপরোক্ত ক্ষেত্রে (৩ নং) শব্দ কোন কিছুকে নির্দেশ না করলেও, বিশেষ্য পদ, ক্রিয়াপদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে, শব্দ কোন বস্তু বা গুণ বা ক্রিয়াকে নির্দেশ করে। নির্দেশকতত্ত্বের সমর্থকদের এই অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ্য পদের উল্লেখ করে বিষয়টি বোঝানো গেল : তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া হয় (পরে যাকে অযৌক্তিক বলা হয়েছে) যে, 'ঘোড়া' শব্দটি ঘোড়া-জাতিকে নির্দেশ করে তাহলেও **বলা যাবে না যে জাতিবাচক বিশেষ্যপদ মাত্রই বস্তু নির্দেশক।** 'ভূত', 'প্রেত', 'দেবতা', 'পরী', 'পক্ষীরাজ ঘোড়া', 'মৎস্যকন্যা', 'মনবাৰ্থ' ইত্যাদি বিশেষ্যপদগুলি কোন বস্তুকে নির্দেশ করে না, [illegible] এদের প্রত্যেকটির অর্থ আছে। এইসব শব্দ সহযোগে আমরা যেসব বাক্য রচনা করি তাদের আমরা [illegible] বলি না। যেমন, 'মৎস্যকন্যা নেই' বাক্যটি আমাদের ভাষায় অর্থহীন নয়। তাহলে মানতে হয় যে, [illegible] না হলেও 'মৎস্যকন্যা' শব্দটির অর্থ আছে, অর্থাৎ **এমন নয় যে শব্দের অর্থ = শব্দ-নির্দেশিত পদার্থ।**

নির্দেশকতত্ত্বের সমর্থকগণ এখানে বলতে পারেন যে, **অবস্তুবাচক** 'ভূত', 'প্রেত' জাতীয় বিশেষ্য পদ কোন [illegible] নির্দেশ না করলেও, **বস্তুবাচক** 'ঘোড়া' 'মানুষ', 'কলম' ইত্যাদি জাতিবাচক বিশেষ্যপদ বস্তু-নির্দেশক। 'ঘোড়া' শব্দটি এই ঘোড়া, ঐ ঘোড়া জাতীয় কোন বাস্তব পদার্থকে, 'মানুষ' শব্দটি এই মানুষ, ঐ মানুষ জাতীয় কোন বাস্তব পদার্থকে, 'কলম' শব্দটি এই কলম, ঐ কলমজাতীয় কোন বাস্তব পদার্থকে নির্দেশ করে। কিন্তু নির্দেশকতত্ত্বের সমর্থকদের এই অভিমতও গ্রহণ করা যায় না। জাতিবাচক বিশেষ্য 'ঘোড়া' শব্দটির উল্লেখ করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল। প্লেটো (*Plato*) এবং তাঁর অনুগামীদের অনুসরণ করে যদি বলা হয় যে, জাতিবাচক শব্দ 'জাতি' বা 'সামান্যকে' নির্দেশ করে, তাহলে এক্ষেত্রে মানতে হবে যে 'ঘোড়া' শব্দটি ঘোড়া-জাতি বা ঘোড়া-সামান্যকে নির্দেশ করে। **ঘোড়া জাতিটি বৃহদাকার, কেননা জগতের সব ঘোড়াই ঐ জাতির অন্তর্গত।** এখন, নির্দেশকতত্ত্ব অনুসারে শব্দ-নির্দেশিত পদার্থ যদি শব্দের অর্থ হয় তাহলে 'ঘোড়া' শব্দের দ্বারা নির্দেশিত 'ঘোড়াজাতি' (যা বৃহদাকার) হবে শব্দটির অর্থ। **এমন ক্ষেত্রে 'ঘোড়া জাতিটি বৃহদাকার' কথাটির মানে হবে 'ঘোড়া হয় বৃহদাকার', যা উদ্ভট এবং অসংগত।** আসলে 'এই ঘোড়া', 'ঐ ঘোড়া' জাতীয় বিশিষ্টার্থক শব্দ বিশেষ কোন পদার্থকে নির্দেশ করলেও জাতিবাচক 'ঘোড়া' শব্দটি কোন বাস্তব পদার্থকেই নির্দেশ করে না। **'ভূত', 'প্রেত' ইত্যাদি শব্দের মতো জাতিবাচক বিশেষ্য পদও বস্তু-নির্দেশক নয়, যদিও ঐ সব শব্দের অর্থ আছে।** কাজেই এখানেও নির্দেশকতত্ত্ব অনুসরণ করে বলা যাবে না যে, শব্দের অর্থ = শব্দ-নির্দেশিত বস্তু।

নির্দেশকতত্ত্বটি কেবল স্বকীয় নামের (*proper names*) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে, অপরাপর ক্ষেত্রে নয়। এজন্য অনেকে **স্বকীয় নামকেই বস্তু-নির্দেশকের আদর্শ দৃষ্টান্ত বলেছেন।** কোন কুকুরের নাম "ফিডো" (*Fido*) হলে, নামটি যেমন আছে নামীটিও অর্থাৎ ফিডো নামক কুকুরটিও আছে। এখানে "ফিডো" নামটি সরাসরি ভাবে ফিডোকে (কুকুরটিকে) নির্দেশ করে। **এখানে একটি নাম (বা শব্দ) এবং ঐ নামে একটিমাত্র নির্দেশিত বস্তু, আর ঐ নির্দেশিত বিষয়টাই শব্দের অর্থ।** কাজেই, এখানেই কেবল নির্দেশকতত্ত্ব অনুসরণ করে বলা চলে— শব্দের অর্থ = শব্দ-নির্দেশিত বিষয়।

পরিমার্জিত রূপ

নির্দেশকতত্ত্বের উপর্যুক্ত 'উপরোক্ত' ত্রুটির (১-৪) জন্য অনেকে সরলরূপটির পরিবর্তে **পরিমার্জিত রূপটি সমর্থন করে বলেন, শব্দের অর্থ শব্দ-নির্দেশিত বিষয় নয়, তা হল—শব্দ ও শব্দ-নির্দেশিত বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ।** বার্টাণ্ড রাসেল (*B. Russell*) পরবর্তীকালে এই পরিমার্জিত রূপটিকেই সমর্থন করেন। **কিন্তু ঐ** পরিমার্জিত রূপটির সঙ্গে সরলরূপটির মূলগত কোন-পার্থক্য নেই, কেননা উভয় **ক্ষেত্রেই স্বীকার করা হয় যে**

শব্দমাত্রই কোন না কোন পদার্থকে নির্দেশ করে। কাজেই, সরল মতটির বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলি এখানেও প্রযোজ্য হবে।

তাহলে এমন সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, নির্দেশকতত্ত্ব অনুসরণ করে এমন মনে করা সঙ্গত হবে না যে, 'কোন শব্দের অর্থ আছে' বললে এটাই বলা হয় যে 'শব্দটি কোন কিছুকে নির্দেশ করে।'

প্রশ্নাবলী Questions

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী (*Essay type Questions*) [মান ১৬ বা ২০]

১। 'কোন শব্দের অর্থ নির্ধারণ করতে হলে, শব্দটি কী বস্তু নির্দেশ (refer) করার জন্য প্রয়োগ করা হয় তা অনুসন্ধান কর'। —এই বাক্যে যে মতবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে তা বিচার কর। (উঃ ৪.৪)
("To determine what a word means, find out what things we use it to refer to'— Examine the view expressed in the sentence.)

২। 'শব্দোচ্চারণে যে ভাব, অনুভূতি অথবা মনশ্চিত্র কোন ব্যক্তির মনে জাগ্রত হয়, সেটাই ঐ শব্দের অর্থ।' — বাক্যটিতে যে মতবাদ ব্যক্ত হয়েছে তা ব্যাখ্যা ও বিচার কর। (উঃ ৪.২)
('What a word means is thoughts, feelings or images that its utterance evokes in one's mind.'— Explain and examine the view expressed in the sentence.)

৩। 'একটি শব্দ শ্রোতার মনে যে বিশেষ প্রকার আচরণ-প্রবণতা জাগ্রত করে সেটাই ঐ শব্দের অর্থ'। —এই বাক্যটিতে ব্যক্ত মতবাদটি বিচারপূর্বক আলোচনা কর। (উঃ ৪.৩)
('What a word means is the tendency to produce in its hearer a certain type of behaviour.'—Critically examine the view expressed in the sentence.)

৪। শব্দার্থতত্ত্বের যে কোন একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও বিচার কর।
(Explain and examine any one of the theories of word meaning.)

৫। ধারণামূলক শব্দার্থতত্ত্বটির বিশদ আলোচনা কর। (উঃ ৪.২)
(Discuss elaborately the Ideational theory of word-meaning.)

৬। আচরণমূলক শব্দার্থতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। মতবাদটি কি গ্রহণযোগ্য? (উঃ ৪.৩)
(Give an exposition of Behavioural theory of word-meaning. Is this theory acceptable?)

৭। তুমি কি নির্দেশমূলক শব্দার্থতত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য মনে কর? যুক্তিসহ উত্তর দাও। (উঃ ৪.৪)
(Do you think that the Referential theory of word meaning is acceptable ? Justify your answer.) : [CUH 2005, 2006, 2008, 2009, 2013, 2010, 2015]

অথবা (Or)

অর্থের বস্তু-নির্দেশক মতবাদটি ব্যাখ্যা ও বিচার কর।
(Explain and examine the Referential theory of meaning.) [2006, 2008]